01 SEP 2016
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

সংবাদ

হলগুলো প্রযুক্তি সুবিধাবঞ্চিত

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

বাধাহীন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রথম ধাপের শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলে ফ্রি ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিন বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রী হলের বাসিন্দারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা জানান, ২০১২ সালে এ হলে দুটি রাউটার বসানো হয়েছিল। পরে আরও দুটি রাউটার বসানো হয়েছে। তবে এ চারটি রাউটারের মধ্যে একটি সচল রয়েছে। ফলে ওয়াইফাই সংযোগ থাকলেও ওই হলের আবাসিক ছাত্রীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, শামসুন্নাহার হলের তিনটি ভবনের কোনোটিতেই ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যায় না। শুধু হলের প্রবেশমুখে ডান পাশের কম্পিউটার ল্যাবসহ পার্শ্ববর্তী কর্নারেই রয়েছে ওয়াইফাই সংযোগ। প্রযুক্তির এ সুবিধা নিতে ওই কর্নারেই ভিড় করেন ছাত্রীরা। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' ভেবে ওই ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

হলগুলো প্রযুক্তি সুবিধাবঞ্চিত

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সামান্য সুবিধা পেতেও আগে এসে জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা চলে মেয়েদের মধ্যে। যারা সুবিধামতো জায়গা দখল করতে পারেন না, হতাশ হয়েই ফিরে যেতে হয় তাদের। তবে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য এ হলের ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে এলেও কর্ণপাত করছে না হল বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে দেশের এই সেরা বিদ্যাপীঠের নারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন প্রযুক্তিসেবা থেকে।

শামসুন্নাহার হলের বাসিন্দা মাস্টার্সের ছাত্রী জোবাইদা রহমান জুঁই বলেন, 'যে কোনো তথ্য পেতে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া ক্লাসের অনেক নোটও আমরা নেট থেকে সংগ্রহ করি। কিন্তু এখানে ওয়াইফাই সংযোগ দিতে চারটি রাউটার দেওয়া হলেও মাত্র একটি কাজ করছে। এ ছাড়া ব্রডব্যান্ড লাইন নিতে চাইলেও হল কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিচ্ছে না। প্রয়োজন হলেই হলের ল্যাবে ছুটতে হয়। তবে ল্যাব তো সব সময় খোলা থাকে না। তাই মাঝে মধ্যেই ইন্টারনেটে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করতে ছুটতে হয় টিএসসিতে।' শামসুন্নাহার হলে নামমাত্র একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকলেও সেটির অবস্থাও বেশ নাজুক। শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার ল্যাব থেকে সেবা নিতে গেলে সেখানে নানা বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এই হলে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ৩৫০ জন হলেও সেখানে কম্পিউটার আছে মাত্র ১৫টি। যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলেই তৈরি হয় অপেক্ষমাণদের দীর্ঘ সারি। ঘণ্টার নির্দিষ্ট হারে ফি দিয়ে ছাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলেও সেই সুযোগ জোটে খুব কমজনের। ছাত্রীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হল কর্তৃপক্ষ ওয়াইফাই সংযোগের আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে ব্যয়বহুল হলেও মডেম দিয়ে ইন্টারনেট সুবিধা নিতে হয় তাদের। কেউবা চলে যান টিএসসি কিংবা কলা ভবনের মূল ফটকে। দিনের বেলায় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ওয়াইফাই জোনে গিয়ে ইন্টারনেটের চাহিদা মেটালেও রাতে কোনো জরুরি প্রয়োজনে হলের ল্যাবও বন্ধ থাকে, বাইরে যাওয়ারও উপায় নেই, সেই সঙ্গে মডেমেরও ব্যবহার সবার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে হল কর্তৃপক্ষ বরাবর শুধু আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রভোস্ট অধ্যাপক সুপ্রিয়া সাহা বলেন, 'ওয়াইফাই সংযোগ নতুন লাগানো হয়েছে। তবে কেন নেই, তা খবর নিয়ে জানাতে পারব।'

এদিকে, সমকাল থেকে ওয়াইফাই সংযোগ নিয়ে প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলার পরের দিন হলের নোটিশ বোর্ডে জরুরি বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেয় হল কর্তৃপক্ষ। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'এতদ্বারা শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, হলের ইন্টারনেটের (ওয়াইফাই) ডাউনলোড অপশন ব্যবহার না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। তবে ভিডিও লেকচার/মুভি সরাসরি দেখার জন্য বলা হচ্ছে। এতে করে ইন্টারনেটের স্পিড/গতি সচল থাকবে এবং অধিক ছাত্রী ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে।' নোটিশ দেখার পর অনেক ছাত্রী সমকালকে বলেন, 'এ হচ্ছে কর্তৃপক্ষের টালবাহানা। যেখানে ওয়াইফাই সংযোগই নেই, সেখানে গতি আসবে কোন জায়গা থেকে?'

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের মতো অন্য হলগুলোর আবাসিক ছাত্রীরাও ওয়াইফাই সংযোগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইটি সোসাইটির (ডিইউআইটিএস) সাধারণ সম্পাদক ইবনে কায়েস বলেন, সুফিয়া কামাল হলে চারটি রাউটার আছে। তবে ভবনটির তিনতলা পর্যন্ত নেট পাওয়া গেলেও দিনে গতি ভালো। রাতে নেটের গতি থাকে কম। রোকেয়া হলে আছে তিনটি রাউটার। তবে তা নামমাত্র। গতি খুবই খারাপ। ভোরবেলা কিছুটা নেট সংযোগ পাওয়া গেলেও অন্যান্য সময় একদমই পাওয়া যায় না। আর ভবনের নিচতলার বাসিন্দারা এই ইন্টারনেট সংযোগ থেকে একদমই বিচ্ছিন্ন। শামসুন্নাহার হলে রাউটার আছে চারটি। কিন্তু নষ্ট তিনটি। যেটি চলছে, সেটিরও গতি একদম নেই। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে আছে পাঁচটি রাউটার। তবে শুধু নিচতলার বাসিন্দারাই এই সুবিধা কিছুটা ভোগ করতে পারেন। কুয়েত মৈত্রী হলে রাউটার আছে দুটি। তবে তা নামমাত্রই। এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ হলের ছাত্রীরা। আইটি বিভাগের মাত্র পাঁচজন কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিচালনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি হলের ইন্টারনেট সংযোগ।

অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলেই নিম্নমানের রাউটার লাগানো হয়েছে, যেগুলোর মূল্য তিন থেকে চার হাজার টাকা। অথচ উন্নতমানের এক একটি রাউটারের (এক্সেস পয়েন্ট) খরচ ন্যূনতম ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। অপর্যাপ্ত বাজেটের জন্য সেন্ট্রাল ওয়াইফাই সংযোগ না দিয়ে শুধু দুই থেকে তিনটি ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যা একই সময়ে শুধু ৫০ থেকে ৬০ ব্যক্তিই ইন্টারনেট সুবিধা পেতে পারবেন। অথচ ৮০ থেকে ৯০ লাখ টাকা হলেই এ সুবিধা পেতে পারেন সব হলের শিক্ষার্থীরা।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান বলেন, 'তথাকথিত সনাতন সমাজ এখন প্রযুক্তিমুখী। ফলে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এটা জাতীয় অগ্রগতির সবচেয়ে বড় দৃশ্যমান ইতিবাচক দিক। তবে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাবের সংকট রয়েছে। এ ছাড়া প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা ছেলেমেয়েদের সমান হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।'

ছাত্রীদের হলে ওয়াইফাই সুবিধা না পাওয়ার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে ওয়াইফাইয়ের চেয়েও হলের আবাসন সংকট অনেক বড়।' এরই মধ্যে পড়াশোনার সমস্যা দূর করতে টিভি রুমকে রিডিংরুম বানানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, হলে নানামুখী সমস্যা রয়েছে, এরই মধ্যে হলে কাউন্সেলিংসহ বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।